ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৩য় পত্র: উসূলুল ফিকহ ও আসরারুশ শরীয়াহ

খ বিভাগ: আসরারুশ শরীয়াহ (রচনামূলক প্রশ্ন)

গ্রন্থকার পরিচিতি (শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী)

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম আল-মুহাদ্দিস আল-দেহলাভী (র)-এর পুরো নাম ও জন্মস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর এবং তাঁর ইলমী প্রতিপালন ও শিক্ষার ওপর আলোকপাত কর। (ناقش بالتفصيل الاسم الكامل للشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي ومكان ولادته، وسلط الضوء على نشأته العلمية وتعليمه)

২. হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহর ইলমী মর্যাদা (মাকানাতুল ইলমিয়্যাহ) ব্যাখ্যা কর। সমকালীন ওলামাগণ তাঁর সম্পর্কে কী বলতেন এবং কেন? (اشرح المكانة العلمية للشاه ولي الله في علم الحديث والفقه - وماذا كانت أقوال العلماء فيه ولماذا؟)

৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ জ্ঞানার্জনের জন্য কোন কোন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন? তাঁর ইলমী সফরের উদ্দেশ্য ও ফলাফল কী ছিল এবং তাঁর ইলমী জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল? (ما هي المناطق التي سافر إليها الشاه ولي الله لطلب العلم؟ وما هي أهداف ونتائج رحلاته وكيف أثرت على حياته العلمية؟)

৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিখ্যাত শায়খ (উস্তাদ) ও ছাত্রবৃন্দ কারা ছিলেন? হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর ইলমী সিলসিলা (জ্ঞানধারা) কীভাবে সংরক্ষিত হয়েছে? (من هم أشهر شيوخ الشاه ولي الله وتلاميذه؟ وكيف تم حفظ سلسلته العلمية في علم الحديث والفقه؟)

৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহর উল্লেখযোগ্য অবদান (মানাকিব) কী ছিল? ভারতীয় উপমহাদেশে ইলম ও দ্বীনের পুনর্জাগরণে তাঁর ভূমিকা আলোচনা কর। (ما هي مناقب الشاه ولي الله البارزة؟ وناقش دوره في إحياء العلم والدين في شبه القارة الهندية)

৬. শাহ ওয়ালী উল্লাহর লেখালেখি ও গ্রন্থাবলির একটি তালিকা দাও। হাদীস, ফিকহ ও তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান কী? (قدم قائمة بمؤلفات الشاه

ولي الله وكتبه - وما هي مساهماته الخاصة في علوم الحديث والفقه والتصوف؟)
৭. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে শাহ ওয়ালী উল্লাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা কী ছিল? তাঁর সংস্কারমূলক চিন্তা কীভাবে মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছিল? (ما هو الدور الاجتماعي والسياسي للشاه ولي الله في فترة ضعف الإمبراطورية المغولية؟ وكيف أثر فكره الإصلاحي على المجتمع المسلم؟)
৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে হাদীস ও ফিকহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন? তাঁর এ পদ্ধতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। (كيف حاول الشاه ولي الله التوفيق بين الحديث والفقه؟ حلل أهمية هذا المنهج الذي اتبعه)
৯. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কোন ধরনের ইলমী পদ্ধতিতে তাঁর ইলম অর্জন ও প্রচার করেছেন? তাঁর "মুহাদ্দিস" উপাধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (ما هو المنهج العلمي الذي سلكه الشاه ولي الله في اكتساب ونشر علمه؟ واشرح دلالة لقبه "المحدث")
১০. ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল? তাঁর মৃত্যুর পর ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইলমী ধারা কীভাবে অব্যাহত ছিল? (كيف كانت وفاة الإمام الشاه ولي الله؟ وكيف استمر التيار العلمي الذي أسسه في شبه القارة الهندية بعد وفاته؟)

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম আল-মুহাদ্দিস আল-দেহলভী (র)-এর পুরো নাম ও জন্মস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর এবং তাঁর ইলমী প্রতিপালন ও শিক্ষার ওপর আলোকপাত কর।

(ناقش بالتفصيل الاسم الكامل للشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي ومكان ولادته، وسلط الضوء على نشأته العلمية وتعليمه)

ভূমিকা:

ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে হাদীস ও ইসলামি পুনর্জাগরণের ইতিহাসে যার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা তিনি হলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)। তিনি ছিলেন দ্বাদশ হিজরি শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনলগ্নে মুসলিম উম্মাহর ঈমান ও আকিদা রক্ষায় এবং কুসংস্কার দূরীকরণে তাঁর জন্ম ও প্রতিপালন ছিল আল্লাহর বিশেষ রহমতস্বরূপ।

নাম ও বংশপরিচয় (الاسم والنسب):

তাঁর আসল নাম 'আহমদ' (أحمد)। ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর সম্মানসূচক উপাধি হলো 'ওয়ালী উল্লাহ' (ولى الله)। তাঁর বাবার নাম শাহ আব্দুর রহীম এবং দাদার নাম শাহ ওয়াজিহ উদ্দিন। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশধারা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। এজন্য তাঁকে 'ফারুকী' এবং 'কুরাশী' বলা হয়। আর মাযহাবগতভাবে হানাফি হওয়ায় তাঁকে 'হানাফি' বলা হয়।

তাঁর পূর্ণ নাম ও নসবনামা হলো:

"أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ وَجِيهِ الدِّينِ بْنِ مُعَظَّمِ بْنِ مَنْصُورٍ... الْعُمَرِيُّ الدِّهْلَوِيُّ"

জন্মস্থান ও জন্মতারিখ (المولد والمكان):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামলে ১১১৪ হিজরি সনের ৪ঠা শাওয়াল, রোজ বুধবার (মোতাবেক ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি) সূর্যালোকিত সকালে জন্মগ্রহণ করেন।

- **জন্মস্থান:** ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগর জেলার **'ফুলাত'** (فلت) নামক গ্রামে তাঁর নানার বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে

তাঁর স্থায়ী নিবাস ও কর্মক্ষেত্র ছিল দিল্লি, তাই তিনি 'দেহলভী' বা 'দিল্লিবাসী' হিসেবে পরিচিত।

শৈশবের প্রতিপালন ও ইলমী পরিবেশ (النشأة العلمية):

তিনি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যা ছিল সমকালীন ভারতের ইলম ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহীম (রহ.) ছিলেন 'ফতোয়ায়ে আলমগীরী' সংকলন কমিটির অন্যতম সদস্য এবং 'মাদরাসা ২হীমিয়া'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

- **পারিবারিক প্রভাব:** শিশুকালেই তিনি পরিবার থেকে তাকওয়া, পরহেজগারি এবং ইলমের প্রতি অনুরাগ লাভ করেন। তাঁর মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। বলা হয়, শিশুকালেই তাঁর মাঝে ভবিষ্যতের 'মুজাদ্দিদ' হওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠেছিল।

শিক্ষাজীবন (التعليم):

তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি হয় তাঁর বিদগ্ধ পিতা শাহ আব্দুর রহীমের হাতে।

১. কুরআন হিফজ: তিনি মাত্র ৫ বছর বয়সে মক্তবে যাওয়া শুরু করেন এবং ৭ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ হিফজ করেন।

২. প্রাথমিক শিক্ষা: এরপর তিনি ফার্সি ও আরবি ভাষা শিক্ষা শুরু করেন। অত্যন্ত অল্প বয়সে তিনি 'শরহে জামি' আয়ত্ত করেন।

৩. উচ্চশিক্ষা: মাত্র ১৫ বছর বয়সের মধ্যে তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসূল, মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), দর্শন, এবং কালাম শাস্ত্রের কিতাবগুলো সমাপ্ত করেন। এটি ছিল তাঁর অসাধারণ মেধার প্রমাণ।

৪. আধ্যাত্মিক শিক্ষা: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি পিতার নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা (বায়আত) গ্রহণ করেন এবং নকশবন্দিয়া তরিকায় খেলাফত লাভ করেন।

শিক্ষকতার সূচনা:

পিতার ইন্তেকালের পর মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি 'মাদরাসা রহীমিয়া'-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ ১২ বছর সেখানে অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা চালিয়ে যান।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর জন্ম ও বেড়ে ওঠা ছিল এক ঐশ্বরিক পরিকল্পনার অংশ। ইলমী ও রুহানি পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে তিনি নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করেছিলেন যে, পরবর্তীতে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন।

---

২. হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহর ইলমী মর্যাদা (মাকানাতুল ইলমিয়্যাহ) ব্যাখ্যা কর। সমকালীন ওলামাগণ তাঁর সম্পর্কে কী বলতেন এবং কেন?

(اشرح المكانة العلمية للشاه ولي الله في علم الحديث والفقه - وماذا كانت أقوال العلماء فيه ولماذا؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) ছিলেন 'মুজতাহিদ মুতলাক' এবং 'শায়খুল হাদীস'। ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস চর্চার প্রসার এবং ফিকহী জটিলতা নিরসনে তাঁর অবদান তাঁকে 'মুসনিদুল হিন্দ' (ভারতের সনদ বা দলিল) মর্যাদায় আসীন করেছে। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসির এবং দার্শনিক।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর মর্যাদা (مكانته في علم الحديث):

ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস শাস্ত্রের পদ্ধতিগত শিক্ষাদান তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে।

১. হাদীসের প্রচারক: তাঁর আগে ভারতে ফিকহ ও মানতিকের চর্চা বেশি ছিল। তিনি মক্কা-মদিনা থেকে ফিরে এসে সিহাহ সিত্তার দরস চালু করেন এবং হাদিসকে সকল জ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেন।

২. সনদের সেতুবন্ধন: ভারতের অধিকাংশ আলেমদের হাদিসের সনদ (Chain of narration) শাহ ওয়ালী উল্লাহর মাধ্যমেই রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৩. গভীরতা: তিনি কেবল হাদিস বর্ণনাই করতেন না, বরং হাদিসের 'দিরায়াত' বা অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটনে ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবটি এর প্রমাণ।

ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর মর্যাদা (مكانته في الفقه):

ফিকহ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী।

১. সমন্বয়কারী (Tatbiq): তিনি হানাফি ও শাফেয়ী মাযহাবের মধ্যকার বিরোধ কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ফিকহী মতভেদগুলো মূলত উত্তম ও অনুত্তমের পার্থক্য, হক ও বাতিলের নয়।

২. মুজতাহিদের দৃষ্টি: তিনি অন্ধ তাকলিদের বিরোধিতা করেছেন এবং দলিলের ভিত্তিতে ফিকহ চর্চার আহ্বান জানিয়েছেন। অনেক গবেষকের মতে, তিনি ছিলেন 'মুজতাহিদ মুনতাসিব'। তিনি হানাফি মাযহাবের অনুসারী হয়েও দলিলের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলেন।

সমকালীন ওলামাদের অভিমত (أقوال العلماء):

তাঁর যুগের এবং পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

- **১. আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন:**

"শাহ ওয়ালী উল্লাহর পর আজ পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কোনো আলেম জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন আকল ও নকলের (যুক্তি ও ওহী) সঙ্গমস্থল।"

- ২. শায়খ মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.) বলেন:

"ভারতের ইলমে হাদিসের প্রতিটি সনদ শাহ ওয়ালী উল্লাহর দরজায় গিয়ে শেষ হয়। তিনি না থাকলে এ দেশে হাদিসের আলো এভাবে জ্বলত না।"

- ৩. আরব বিশ্বের ওলামাগণ:

আরবের আলেমগণ তাঁকে 'ইমামুল হিন্দ' বা ভারতের ইমাম বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' দেখে মিসরের আলেমগণ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

কেন এই মর্যাদা?

১. তিনি হাদিস ও ফিকহের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে এনেছিলেন।

২. তিনি ইসলামি বিধানের যৌক্তিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা (আসরারুশ শরীয়াহ) প্রদান করেছিলেন, যা পূর্বে কেউ করেনি।

৩. তিনি ছিলেন বিদআতের বিরুদ্ধে সুন্নাহর অতন্দ্র প্রহরী।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) ইলমের এমন এক উচ্চ মিনার ছিলেন, যার ছায়ায় ভারতীয় উপমহাদেশ এখনও ধন্য। ফিকহ ও হাদিসে তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁকে 'মুজাদ্দিদ'-এর আসনে সমাসীন করেছে।

---

৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ জ্ঞানার্জনের জন্য কোন কোন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন? তাঁর ইলমী সফরের উদ্দেশ্য ও ফলাফল কী ছিল এবং তাঁর ইলমী জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

(ما هي المناطق التي سافر إليها الشاه ولي الله لطلب العلم؟ وما هي أهداف ونتائج رحلاته وكيف أثرت على حياته العلمية؟)

ভূমিকা:

প্রাচীন যুগের মুহাদ্দিসগণের মতো শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-ও ইলমের সন্ধানে দীর্ঘ সফর বা 'রিহলা' করেছেন। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সফর ছিল হারামাইন শরিফাইন (মক্কা ও মদিনা) ভ্রমণ। এই সফরই তাঁকে একজন ভারতীয় আলেম থেকে বিশ্বমানের চিন্তাবিদে পরিণত করেছিল।

ভ্রমণকৃত অঞ্চলসমূহ:

১. নিজ দেশ: ভারতের বিভিন্ন ইলমী কেন্দ্র।

২. হিজাজ (বর্তমান সৌদি আরব): মক্কা মুকাররমা এবং মদিনা মুনাওয়ারা। তিনি ১১৪৩ হিজরি সনে (১৭৩১ খ্রি.) হজ পালনের উদ্দেশ্যে হিজাজ সফর করেন এবং সেখানে দীর্ঘ ১৪ মাস অবস্থান করেন।

সফরের উদ্দেশ্য (أهداف الرحلة):

১. হজ পালন: এটি ছিল মূল উদ্দেশ্য।

২. উচ্চতর হাদিস শিক্ষা: মক্কা ও মদিনার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে সরাসরি হাদিস শেখা এবং সনদ গ্রহণ করা।

৩. আধ্যাত্মিক উন্নতি: হারামাইন শরিফাইনের পবিত্র পরিবেশে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা।

৪. মুসলিম বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণ: বিভিন্ন দেশের আলেমদের সাথে মিশে মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারণ খোঁজা।

সফরের ফলাফল ও প্রভাব (النتائج والتأثير):

১. বিখ্যাত শায়খের সান্নিধ্য:

মদিনায় তিনি সমকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ আবু তাহির আল-মাদানী (রহ.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। শায়খের পাণ্ডিত্য এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি শাহ ওয়ালী উল্লাহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি শায়খের কাছ থেকে হাদিসের সকল কিতাবের 'ইজাজত' (অনুমোদন) লাভ করেন।

২. হাদিস ও ফিকহের সমন্বয়:

এই সফরে তিনি মাযহাবী গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে হাদিস ও ফিকহের সমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, হানাফি, শাফেয়ী, মালিকি ও হাম্বলি—সকল মাযহাবই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৩. 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' রচনার অনুপ্রেরণা:

তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, মক্কা মুকাররমায় থাকাকালে তিনি এক আধ্যাত্মিক ইশারায় শরীয়তের রহস্য বিষয়ক গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

৪. মুজাদ্দিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ:

হারামাইনে অবস্থানকালেই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম বা সুসংবাদ পান যে, তাঁকে ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি বলেন:

"أُلْهِمْتُ أَنِّي سَأَكُونُ قَائِمًا بِحُجَّةِ اللهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ"

(আমার অন্তরে ঢেলে দেওয়া হলো যে, আমি এই যুগে আল্লাহর দ্বীনের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠাকারী হবো।)

ইলমী জীবনে প্রভাব:

ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি ফিকহের খুটিনাটি তর্কের চেয়ে সরাসরি কুরআন ও হাদিসের দরসকে প্রাধান্য দেন। তাঁর এই সফরের ফলেই ভারতে হাদিস চর্চার স্বর্ণযুগ শুরু হয়।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর হারামাইন সফর কেবল একটি তীর্থযাত্রা ছিল না, বরং এটি ছিল একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব। এই সফরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই তাঁকে পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিশারী হতে সাহায্য করেছিল।

---

৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিখ্যাত শায়খ (উস্তাদ) ও ছাত্রবৃন্দ কারা ছিলেন? হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর ইলমী সিলসিলা (জ্ঞানধারা) কীভাবে সংরক্ষিত হয়েছে? (من هم أشهر شيوخ الشاه ولي الله وتلاميذه؟ وكيف تم حفظ سلسلته العلمية في علم الحديث والفقه؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)-এর ইলমী সিলসিলা বা জ্ঞানধারা হলো ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামি শিক্ষার ধমনী। তাঁর উস্তাদগণ ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং তাঁর ছাত্ররা ছিলেন দ্বীনের একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই সিলসিলার মাধ্যমেই ভারতবর্ষে হাদিস ও ফিকহের বিশুদ্ধ চর্চা আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

বিখ্যাত শায়খ বা উস্তাদগণ (أشهر شيوخه):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) ভারত এবং হিজাজ (আরব) উভয় স্থানের শ্রেষ্ঠ আলেমদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

১. শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী (রহ.):

তিনি ছিলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহর পিতা এবং প্রথম ও প্রধান উস্তাদ। ফিকহ, মানতিক, হিকমত এবং তাসাউফের প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা তিনি পিতার কাছেই লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

২. শায়খ আবু তাহির মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-মাদানী (রহ.):

মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর নিকট হাদিসের উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর ইলমী জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া উস্তাদ। শায়খ আবু তাহির তাঁর মেধা দেখে বলেছিলেন:

"ওয়ালী উল্লাহ আমার কাছে শব্দের জ্ঞান নিতে এসেছে, কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে অর্থের জ্ঞান (হাকিকত) লাভ করেছি।"

৩. **শায়খ তাজউদ্দীন আল-ক্বালাঈ (রহ.):** মক্কা মুকাররমার বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তাঁর কাছে তিনি সহীহ বুখারী ও অন্যান্য কিতাব পড়েন।

৪. **শায়খ ওয়াফদুল্লাহ আল-মাক্কী (রহ.):** তাঁর নিকট থেকেও তিনি হাদিসের সনদ লাভ করেন।

বিখ্যাত ছাত্রবৃন্দ (أشهر تلاميذه):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এমন একদল ছাত্র তৈরি করেছিলেন, যারা পরবর্তীতে উপমহাদেশের ইলমী আকাশের নক্ষত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রধান ছাত্ররা ছিলেন তাঁর নিজের চার পুত্র:

১. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.):

পিতার ইন্তেকালের পর তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর হাদিসের দরস দেন। তাঁর মাধ্যমেই মূলত সিলসিলা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া' ও 'তাফসিরে ফাতহুল আযীয'-এর লেখক।

২. শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী (রহ.):

তিনি কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ শাব্দিক উর্দু অনুবাদক এবং বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন।

৩. শাহ আব্দুল কাদির দেহলভী (রহ.):

তিনি কুরআনের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় উর্দু অনুবাদ 'মুযিহুল কুরআন' রচনা করেন।

৪. শাহ আব্দুল গনি দেহলভী (রহ.):

যদিও তিনি অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন, কিন্তু তাঁর সন্তান শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.) ছিলেন জিহাদ আন্দোলনের সিপাহসালার।

৫. **মাখদুম মুঈনউদ্দীন সিন্ধী (রহ.):** সিন্ধু প্রদেশের বিখ্যাত আলেম।

ইলমী সিলসিলার সংরক্ষণ (حفظ السلسلة العلمية):

হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহর সিলসিলা বা সনদ অত্যন্ত বরকতময়। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রায় সকল মাদরাসার (কওমি ও আলিয়া) হাদিসের সনদ শাহ ওয়ালী উল্লাহর মাধ্যমে রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

- **দেওবন্দ ও মাজাহিরুল উলূম:** দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী (রহ.) এবং রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ছিলেন শাহ আব্দুল গনি (শাহ ওয়ালী উল্লাহর নাতি)-এর ছাত্র। এভাবেই দেওবন্দি ধারায় তাঁর সিলসিলা সংরক্ষিত হয়েছে।
- **আহলে হাদিস:** নবাব সিদ্দীক হাসান খান এবং অন্যান্য আহলে হাদিস আলেমগণও শাহ ওয়ালী উল্লাহর সিলসিলা ভুক্ত।
- **আলিয়া ধারা:** আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিসগণও তাঁর সনদের মাধ্যমেই হাদিস বর্ণনা করেন।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর উস্তাদদের ফয়েজ এবং ছাত্রদের মেহনতের ফলে আজও উপমহাদেশের প্রতিটি মাদরাসায় তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। তাঁর সিলসিলা "আস-সিলসিলাতুজ যাহাবিয়্যাহ" (স্বর্ণালী শিকল) হিসেবে খ্যাত।

---

৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহর উল্লেখযোগ্য অবদান (মানাকিব) কী ছিল? ভারতীয় উপমহাদেশে ইলম ও দ্বীনের পুনর্জাগরণে তাঁর ভূমিকা আলোচনা কর।
(ما هي مناقب الشاه ولي الله البارزة؟ وناقش دوره في إحياء العلم والدين في شبه القارة الهندية)

ভূমিকা:

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন মুঘল সাম্রাজ্য পতনের দ্বারপ্রান্তে এবং মুসলিম সমাজ কুসংস্কার, শিরক-বিদআত ও অনৈক্যে নিমজ্জিত, তখন আল্লাহ তায়ালা শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-কে সংস্কারক বা 'মুজাদ্দিদ' হিসেবে পাঠান। ভারতীয় উপমহাদেশে ইলম ও দ্বীনের পুনর্জাগরণে তাঁর অবদান এতটাই ব্যাপক যে, তাঁকে আধুনিক ভারতের ইসলামি চিন্তাধারার জনক বলা হয়।

উল্লেখযোগ্য অবদান বা মানাকিব (المناقب البارزة):

১. কুরআনের ফার্সি অনুবাদ (ফাতহুর রহমান):

তৎকালীন সময়ে কুরআন বুঝা কেবল আলেমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাধারণ মানুষ মনে করত কুরআন অনুবাদ করা গুনাহ। শাহ ওয়ালী উল্লাহ এই প্রথা ভেঙে প্রথমবারের মতো কুরআনের সহজ ফার্সি অনুবাদ 'ফাতহুর রহমান' প্রকাশ করেন। এটি ছিল এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, যার ফলে সাধারণ মানুষ সরাসরি আল্লাহর বাণী বোঝার সুযোগ পায়।

২. হাদিস চর্চার প্রসার:

তাঁর আগে ভারতে ফিকহ ও মানতিকের চর্চা বেশি ছিল। তিনি মক্কা-মদিনা থেকে ফিরে এসে সিহাহ সিত্তার (ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ) নিয়মিত পাঠদান শুরু করেন এবং হাদিসকে ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তিনি মুয়াত্তা মালিকের ওপর আরবি ও ফার্সিতে দুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন।

৩. ফিকহী সমন্বয় (Tatbiq):

হানাফি ও শাফেয়ী মাযহাবের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ ও বাড়াবাড়ি তিনি কমিয়ে আনেন। তিনি 'ইনসাফ ফী বায়ানিস সাবাবিল ইখতিলাফ' কিতাবে প্রমাণ করেন যে, মাযহাবগুলোর মতভেদ ইসলামের সৌন্দর্য, বিভেদের কারণ নয়।

৪. আসরারুশ শরীয়াহ (শরীয়তের রহস্য):

তিনি তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-এর মাধ্যমে ইবাদত ও মু'আমালাতের যৌক্তিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি দেখান যে, ইসলামি বিধানগুলো কেবল হুকুম নয়, বরং এর পেছনে গভীর সামাজিক ও আত্মিক কল্যাণ নিহিত।

দ্বীনের পুনর্জাগরণে তাঁর ভূমিকা (دوره في إحياء الدين):

ক. শিরক ও বিদআতের মূলোৎপাটন:

মুসলিম সমাজে হিন্দুয়ানি কালচার ও শিয়া প্রভাবের কারণে কবর পূজা, পীর পূজা এবং বিভিন্ন কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। তিনি তাঁর লেখনী ও বয়ানের মাধ্যমে তাওহীদের বিশুদ্ধ রূপ তুলে ধরেন এবং বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।

খ. রাজনৈতিক সচেতনতা ও পানিপথের যুদ্ধ:

মারাঠা ও জাঠ দস্যুদের আক্রমণে যখন মুসলিম ক্ষমতা বিপন্ন, তখন তিনি আহমদ শাহ আবদালীকে চিঠি লিখে ভারতে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর আহ্বানেই ১৭৬১ সালে ঐতিহাসিক পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে মুসলিমরা বিজয় লাভ করে এবং ইসলামি শাসন আরও কিছুকাল টিকে থাকে।

গ. ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্তকরণ:

তিনি অন্ধ তাকলিদের বিরোধিতা করেন এবং যোগ্য আলেমদের জন্য ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সময়ের প্রয়োজনে নতুন সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ অপরিহার্য।

ঘ. সমাজ সংস্কার:

তিনি সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য 'ফাক্কু কুল্লি নিযাম' (সকল শোষণমূলক ব্যবস্থা ভেঙে দাও) স্লোগান দেন। তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার নিয়েও কথা বলেন।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) ভারতীয় মুসলমানদের মৃতপ্রায় শরীরে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। ইলম, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং আধ্যাত্মিকতা—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সংস্কারের ছোঁয়া লাগিয়েছিলেন। একারণেই তাঁকে 'ইমামুল হিন্দ' (ভারতের ইমাম) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

---

৬. শাহ ওয়ালী উল্লাহর লেখালেখি ও গ্রন্থাবলির একটি তালিকা দাও। হাদীস, ফিকহ ও তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান কী?

(قدم قائمة بمؤلفات الشاه ولي الله وكتبه - وما هي مساهماته الخاصة في علوم الحديث والفقه والتصوف؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) ছিলেন একজন বহুপ্রজ লেখক বা 'কাসিরুত তাসনিফ'। আরবি ও ফার্সি উভয় ভাষায় তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখনী ছিল গবেষণালব্ধ, মৌলিক এবং সংস্কারধর্মী। তাঁর প্রতিটি কিতাব জ্ঞান-বিজ্ঞানের একেকটি স্বতন্ত্র অধ্যায়।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির তালিকা (قائمة المؤلفات):

শাহ ওয়ালী উল্লাহর কিতাবগুলোকে বিষয়বস্তু অনুসারে ভাগ করা যায়:

ক. কুরআন ও তাফসির বিষয়ক:

১. ফাতহুর রহমান (فتح الرحمن): কুরআনের ফার্সি অনুবাদ।

২. আল-ফাউজুল কবীর ফী উসূলিত তাফসির (الفوز الكبير): তাফসির শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক অসাধারণ গ্রন্থ।

খ. হাদিস বিষয়ক:

৩. আল-মুসaffa (المصفى): মুয়াত্তা মালিকের ফার্সি ব্যাখ্যা।

৪. আল-মুসawwa (المسوى): মুয়াত্তা মালিকের আরবি ব্যাখ্যা।

৫. শারহু তারাজিম আবওয়াবিল বুখারী: বুখারী শরীফের অধ্যায়গুলোর ব্যাখ্যা।

গ. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ বিষয়ক:

৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (حجة الله البالغة): তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। এতে শরীয়তের দর্শন ও রহস্য আলোচিত হয়েছে।

৭. ইকদুল জীদ (عقد الجيد): ইজতিহাদ ও তাকলিদ বিষয়ক।

৮. আল-ইনসাফ ফী বায়ানিস সাবাবিল ইখতিলাফ (الإنصاف): মাযহাবী মতভেদের কারণ ও সমাধান।

ঘ. তাসাউফ ও অন্যান্য:

৯. আলতাফুল কুদস (ألطاف القدس): তাসাউফের সূক্ষ্ম তত্ত্ব।

১০. ইজালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা (إزالة الخفاء): খিলাফত ব্যবস্থা ও শিয়াদের জবাব।

১১. সাত'আত (سطعات): দর্শন ও ইলাহিয়াত।

বিশেষ অবদান (المساهمات الخاصة):

১. হাদিস শাস্ত্রে অবদান:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ হাদিসের কিতাবগুলোকে বিশুদ্ধতার বিচারে ৫টি স্তরে (তবকা) ভাগ করেছেন, যা হাদিস গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তিনি 'মুয়াত্তা মালিক'কে বুখারীর চেয়েও বেশি বিশুদ্ধ এবং ফিকহের জন্য অধিক উপযোগী মনে করতেন। তিনি হাদিসের ব্যাখ্যায় কেবল শব্দের অর্থ নয়, বরং বিধানের হিকমত বর্ণনায় জোর দিয়েছেন।

২. ফিকহ শাস্ত্রে অবদান:

ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান হলো 'ফিকহী উদারতা'। তিনি হানাফি ফিকহকে হাদিসের সাথে মিলিয়ে (Tatbiq) পেশ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সাহাবী ও ইমামদের মতভেদ ছিল যুক্তিসঙ্গত কারণে, তাই কোনো মাযহাবকে বাতিল বলা যাবে না। তিনি 'তালফিক' (প্রয়োজনে অন্য মাযহাবের আমল)-এর বৈধতা নিয়েও আলোচনা করেছেন।

৩. তাসাউফ শাস্ত্রে অবদান:

তাসাউফের জগতে দুটি বড় মতবাদ ছিল: 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' (ইবনে আরাবী) এবং 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ' (মুজাদ্দিদে আলফে সানী)। এই দুই মতবাদের অনুসারীদের মধ্যে বিরোধ ছিল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর কিতাবে প্রমাণ করেন যে, এই দুটি মতবাদ মূলত একই হাকিকতের দুটি ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি মাত্র। তিনি তাসাউফকে শিরক ও বিদআত মুক্ত করে সুন্নাহর ছাঁচে ঢেলে সাজান।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর গ্রন্থাবলি মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশাল উত্তরাধিকার। বিশেষ করে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবটি ইসলামি দর্শনের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। তাঁর লেখনীর মাধ্যমেই পরবর্তীকালে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা নতুন গতি লাভ করে।

---

৭. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে শাহ ওয়ালী উল্লাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা কী ছিল? তাঁর সংস্কারমূলক চিন্তা কীভাবে মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছিল?

(ما هو الدور الاجتماعي والسياسي للشاه ولي الله في فترة ضعف الإمبراطورية المغولية؟ وكيف أثر فكره الإصلاحي على المجتمع المسلم؟)

ভূমিকা:

অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের জন্য এক ক্রান্তিকাল। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিলাসিতা এবং মারাঠা ও শিখদের আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য যখন খণ্ড-বিখণ্ড, তখন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) কেবল একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে নয়, বরং

একজন দূরদর্শী রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর ভূমিকা ছিল ডুবন্ত মুসলিম জাতিকে রক্ষা করা।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে রাজনৈতিক ভূমিকা (الدور السياسي):

১. মুসলিম শাসকদের ঐক্যের ডাক:

দিল্লির মসনদে তখন দুর্বল শাসকদের আনাগোনা। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হলে ইসলামি সভ্যতা ভারতে টিকবে না। তাই তিনি নিজামুল মুলক, নজিবুদ্দৌলা এবং অন্যান্য মুসলিম আমীরদের কাছে চিঠি লিখে ঐক্যের আহ্বান জানান।

২. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি:

মারাঠা দস্যুরা যখন দিল্লি পর্যন্ত লুটতরাজ শুরু করে এবং মুসলমানদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে, তখন শাহ ওয়ালী উল্লাহ আফগানিস্তানের শাসক আহমদ শাহ আবদালী-কে ভারতে এসে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য ঐতিহাসিক চিঠি লেখেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েই ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে মারাঠা শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এক অনন্য নজির।

৩. শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার প্রস্তাব:

তিনি মুঘল সম্রাটদের বিলাসিতা ত্যাগ করে ন্যায়বিচার এবং শরীয়ত ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন। তিনি শাসকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণই রাজার মূল দায়িত্ব।

সামাজিক সংস্কার ও ভূমিকা (الدور الاجتماعي):

১. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ (ফাক্কু কুল্লি নিযাম):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়া অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। তিনি বলেন, সমাজের এক শ্রেণীর হাতে অঢেল সম্পদ আর অন্য শ্রেণী অনাহারে থাকা—এটি কোনো সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়। তিনি স্লোগান দেন: "ফাক্কু কুল্লি নিযাম" (শোষণের প্রতিটি ব্যবস্থা ভেঙে দাও)। তিনি কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপের তীব্র বিরোধিতা করেন।

২. কুসংস্কার ও বিলাসিতারোধ:

সমাজে হিন্দুয়ানি প্রথা (যেমন বিধবা বিবাহ না দেওয়া, জমকালো বিবাহ অনুষ্ঠান) এবং শিয়াদের প্রভাবে মহরমের তাজিয়া ইত্যাদি কুসংস্কার গেড়ে বসেছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তিনি মুসলমানদের সাদাসিধা সুন্নতি জিন্দেগি যাপনের আহ্বান জানান।

৩. নৈতিক অবক্ষয় রোধ:

যুবসমাজ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান ও অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়েছিল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মসজিদ ও খানকাহ ভিত্তিক তরবিয়তের মাধ্যমে তাদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করেন।

সংস্কারমূলক চিন্তার প্রভাব (تأثير فكره الإصلاحي):

১. আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার: তাঁর আন্দোলনের ফলে হতাশ মুসলিম সমাজ আবার ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

২. জিহাদি জযবা সৃষ্টি: তাঁর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই পরবর্তীতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.)-এর নেতৃত্বে 'বালাকোটের জিহাদ' আন্দোলন গড়ে ওঠে।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রাম: ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ শাহ ওয়ালী উল্লাহর রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) ছিলেন একজন 'হাকীমুল উম্মাহ' বা উম্মতের চিকিৎসক। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন তিনি হয়তো পুরোপুরি ঠেকাতে পারেননি, কিন্তু তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ঈমান ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক।

৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে হাদীস ও ফিকহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন? তাঁর এ পদ্ধতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
(كيف حاول الشاه ولي الله التوفيق بين الحديث والفقه؟ حلل أهمية هذا المنهج الذي اتبعه)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর ইলমী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হলো হাদিস ও ফিকহের মধ্যকার বিরোধ নিরসন বা 'তাতবীক' (সমন্বয় সাধন)। তাঁর সময়ে আলেম সমাজ 'আহলুল হাদিস' (যারা শুধু হাদিস মানত) এবং 'আহলুর রায়' (যারা অন্ধভাবে মাযহাব মানত)—এই দুই চরমপন্থী দলে বিভক্ত ছিল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মধ্যপন্থা বা 'ই'তিদাল'-এর পথ দেখান।

হাদীস ও ফিকহের সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি (منهج التوفيق):

১. ইখতিলাফের স্বরূপ উদ্ঘাটন:

তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল-ইনসাফ ফী বায়ানিস সাবাবিল ইখতিলাফ' এবং 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে ফিকহী মতভেদের ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান যে, ইমামদের (যেমন আবু হানিফা ও শাফেয়ী) মতভেদ কোনো শত্রুতা বা হকের বিরোধিতা ছিল না, বরং তা ছিল হাদিস বোঝার ভিন্নতা বা দলিলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ফল।

২. মাযহাব ও সুন্নাহর সম্পর্ক:

তিনি প্রমাণ করেন যে, হানাফি, শাফেয়ী, মালিকি ও হাম্বলি—চারটি মাযহাবই মূলত সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, মাযহাব মানা মানে হাদিস ছাড়া নয়, বরং মাযহাব হলো হাদিস পালনেরই একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। তবে যদি কোনো মাসআলায় সহীহ হাদিস মাযহাবের বিপরীতে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, তবে হাদিসকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

৩. অন্ধ তাকলিদের বিরোধিতা:

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য তাকলিদ ওয়াজিব হলেও, যোগ্য আলেমদের জন্য অন্ধ তাকলিদ জায়েজ নেই। তিনি হানাফি মাযহাবের অনুসারী হয়েও

দলিলের ভিত্তিতে অন্যান্য মাযহাবের মতকে গ্রহণ করার উদারতা দেখিয়েছেন। একে তিনি 'ইজতিহাদ মুনতাসিব' বলেছেন।

৪. মুয়াত্তা মালিকের গুরুত্ব:

সমন্বয়ের জন্য তিনি ইমাম মালিক (রহ.)-এর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটিকে আদর্শ হিসেবে বেছে নেন। কারণ এতে হাদিস এবং ফিকহ উভয়েরই শক্তিশালী সংমিশ্রণ রয়েছে। তিনি এর ওপর দুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ (মুসাফফা ও মুসাভভা) রচনা করেন।

এ পদ্ধতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ (تحليل أهمية المنهج):

ক. উম্মতের ঐক্য:

তাঁর এই সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে হানাফি ও শাফেয়ী আলেমদের মধ্যে দীর্ঘদিনের কাদা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে দেওবন্দি, আহলে হাদিস এবং অন্যান্য ধারার আলেমরা আজও শাহ ওয়ালী উল্লাহকে তাদের মুরুব্বি মানে।

খ. হাদিস চর্চার প্রসার:

আগে মাদরাসায় শুধু ফিকহ পড়ানো হতো। তাঁর প্রচেষ্টায় ফিকহের সাথে হাদিসের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বর্তমানে মাদরাসাগুলোর পাঠ্যক্রমে 'দাওরায়ে হাদিস'-এর যে গুরুত্ব, তা তাঁরই অবদান।

গ. ফিকহী নমনীয়তা:

তিনি ফিকহকে অনমনীয় কাঠিন্য থেকে বের করে আনেন। প্রয়োজনে অন্য মাযহাবের ওপর আমল করার পথ (তালফিক) দেখিয়ে তিনি ইসলামি আইনকে যুগের উপযোগী করেন।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) হাদিস ও ফিকহকে দুটি বিপরীত মেরু থেকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দর্শন ছিল—"ফিকহ ছাড়া হাদিস অন্ধ, আর হাদিস ছাড়া ফিকহ পঙ্গু।" এই সমন্বয়ই তাঁর ইলমী শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

৯. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কোন ধরনের ইলমী পদ্ধতিতে তাঁর ইলম অর্জন ও প্রচার করেছেন? তাঁর "মুহাদ্দিস" উপাধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(ما هو المنهج العلمي الذي سلكه الشاه ولي الله في اكتساب ونشر علمه؟ واشرح دلالة لقبه "المحدث")

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) গতানুগতিক আলেম ছিলেন না। তাঁর ইলম অর্জন ও প্রচারের পদ্ধতি ছিল গবেষণাধর্মী, যুক্তিনির্ভর এবং আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁকে ইলমে হাদিসের পুনর্জাগরণকারী হিসেবে 'আল-মুহাদ্দিস' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ইলম অর্জন ও প্রচারের পদ্ধতি (المنهج العلمي):

১. রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের সমন্বয়:

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি কেবল হাদিস মুখস্থ বা বর্ণনা (রিওয়ায়াত) করার ওপর ক্ষান্ত হননি। তিনি হাদিসের পেছনের হিকমত, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োগবিধি (দিরায়াত) গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর কাছে ইলম ছিল—"শব্দ ও অর্থের সমন্বিত জ্ঞান।"

২. ইস্তিকরা ও ইস্তিনবাত (গবেষণা ও উদ্ভাবন):

তিনি শরীয়তের বিধানগুলোর কারণ খুঁজতে গিয়ে 'ইস্তিকরা' (Induction) পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তিনি হাজার হাজার মাসআলা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শরীয়তের প্রতিটি বিধানের পেছনে মানবকল্যাণ (মাসলাহাত) নিহিত।

৩. শিক্ষকতায় নতুনত্ব:

ইলম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি মাদরাসা রাহিমিয়াতে এমন এক সিলেবাস প্রবর্তন করেন, যেখানে কুরআন ও হাদিস ছিল মূল পাঠ্য। তিনি ছাত্রদের বলতেন, শুধু কিতাবের ইবারত বা বাক্য বুঝলে হবে না, লেখকের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে।

৪. সহজ ভাষায় উপস্থাপন:

ইলম প্রচারের জন্য তিনি তৎকালীন জটিল আরবি বা ফার্সির পরিবর্তে সহজ ভাষা ব্যবহার করেছেন। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি ফার্সিতে কুরআনের অনুবাদ করেছেন এবং সহজ ভাষায় পত্র-পুস্তিকা লিখেছেন।

"মুহাদ্দিস" উপাধির তাৎপর্য (دلالة لقب "المحدث"):

ক. হাদিস শাস্ত্রের পুনর্জাগরণ:

তাঁর আগে ভারতে হাদিস চর্চা ছিল খুবই সীমিত এবং বরকতের জন্য। তিনি মক্কা-মদিনা থেকে ফিরে এসে হাদিসকে জ্ঞানের মূল মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সিহাহ সিত্তার (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) নিয়মিত পাঠদান শুরু করেন। একারণেই তাঁকে 'মুহাদ্দিস দেহলভী' বলা হয়।

খ. সনদের সংযোগকারী:

আজ ভারতীয় উপমহাদেশের যেকোনো আলেমের হাদিসের সনদ শাহ ওয়ালী উল্লাহর মাধ্যমেই রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে। তিনি হলেন উপমহাদেশের হাদিস বর্ণনার কেন্দ্রবিন্দু বা 'কুল' (Common Link)।

গ. হাদিসের দার্শনিক ব্যাখ্যা:

তিনি কেবল মুহাদ্দিস ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন 'ফকীহুল মুহাদ্দিসীন'। হাদিসের এমন দার্শনিক ব্যাখ্যা (যেমন—হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহতে বর্ণিত) খুব কম মুহাদ্দিসই দিতে পেরেছেন।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর ইলমী পদ্ধতি ছিল যুক্তি ও ওহীর এক অপূর্ব মিলন। আর তাঁর 'মুহাদ্দিস' উপাধিটি কেবল একটি লকব নয়, বরং এটি ভারতীয় উপমহাদেশে সুন্নাহর পুনর্জাগরণের এক ঐতিহাসিক স্বীকৃতি।

১০. ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল? তাঁর মৃত্যুর পর ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইলমী ধারা কীভাবে অব্যাহত ছিল?

(كيف كانت وفاة الإمام الشاه ولي الله؟ وكيف استمر التيار العلمي الذي أسسه في شبه القارة الهندية بعد وفاته؟)

ভূমিকা:

নশ্বর পৃথিবীর নিয়ম অনুযায়ী সব মহৎ প্রাণেরই বিদায় নিতে হয়। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর এই মহান মুজাদ্দিদ তাঁর মিশন সম্পন্ন করে মহান রবের ডাকে সাড়া দেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু কেবল একটি দেহের পরিসমাপ্তি ছিল, তাঁর চিন্তাধারা ও ইলমী আন্দোলন আজও জীবন্ত।

ইন্তেকাল ও দাফন (الوفاة والدفن):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) ৬১ বা ৬২ বছর বয়সে ১১৭৬ হিজরি সনের ২৯শে মুহাররম, রোজ শনিবার জোহরের সময় (মোতাবেক ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট) দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন।

- **রোগ:** তিনি শেষ বয়সে কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন এবং দিল্লিতে চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।
- **দাফন:** তাঁকে তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহীম (রহ.)-এর কবরের পাশে দিল্লির **'মেহেন্দীয়ান'** কবরস্থানে দাফন করা হয়। আজও সেখানে হাজারো মানুষ জিয়ারত করতে যান।

মৃত্যুর পর ইলমী ধারার অব্যাহত থাকা (استمرار التيار العلمي):

শাহ ওয়ালী উল্লাহর সবচেয়ে বড় কারামত বা সাফল্য হলো—তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ইলমী আন্দোলন থেমে যায়নি, বরং তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এই ধারা প্রধানত তাঁর সুযোগ্য সন্তানদের মাধ্যমে অব্যাহত থাকে।

১. চার স্তম্ভ (আল-উসূলুল আরবা'আ):

তাঁর চার পুত্র ছিলেন তাঁর ইলমের ধারক ও বাহক।

- **শাহ আব্দুল আযীয (রহ.):** তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং দীর্ঘ ৬০ বছর হাদিসের দরস দিয়ে দেহলীকে হাদিস চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করেন।

- **শাহ রফিউদ্দিন ও শাহ আব্দুল কাদির (রহ.):** তাঁরা কুরআন অনুবাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে দ্বীনের আলো পৌঁছে দেন।

- **শাহ আব্দুল গনি (রহ.):** তাঁর বংশধরদের মাধ্যমেই জিহাদ ও দেওবন্দ আন্দোলনের সূচনা হয়।

২. মাদরাসা ধারার বিকাশ:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তাধারা থেকেই পরবর্তীতে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কাসেম নানুতুবী (রহ.) ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ছিলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহর ভাবশিষ্য। দেওবন্দি সিলেবাস ও চিন্তাধারা মূলত ওয়ালী উল্লাহী দর্শনেরই আধুনিক রূপ।

৩. বিভিন্ন আন্দোলনের জন্ম:

- **তরিকায়ে মুহাম্মাদী:** সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদের সংস্কার আন্দোলন।

- **রেশমী রুমাল আন্দোলন:** শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দীর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন।

- **নদওয়াতুল উলামা:** এই প্রতিষ্ঠানটিও শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তাধারায় প্রভাবিত।

উপসংহার:

ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর মৃত্যু ছিল এক নক্ষত্রের পতন, কিন্তু তিনি রেখে গেছেন হাজারো নক্ষত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ালী উল্লাহী সিলসিলা' আজ কেবল ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিশুদ্ধ রূপরেখা হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর কবরের ওপর লেখা নেই, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে—"এখানে শুয়ে আছেন ভারতের মুজাদ্দিদ।"